COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

# উদ্ভট

কালানুক্রমিকভাবে আচার্য দন্ডীর পরবর্তী আলংকারিক হলেন ভট্ট উদ্ভট। কাব্যতত্ত্বের আলোচনায় ইনি ভামহের অনুবর্তী।উদ্ভটের নামে প্রচলিত ভামহ-বিবরণ এবং কাব্যালংকারবৃত্তি নামক দুটি গ্রন্থ এযাবৎ অনাবিষ্কৃত।তবে তার যে গ্রন্থ পাওয়া যায়, সেটি হল অলংকারসারসংগ্রহ ।ইনি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তদানীন্তন কাশ্মীরের রাজা জয়াদিত্যের রাজসভায় উদ্ভট পন্ডিত তথা সভাপতি ছিলেন।কল্হণের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে ইনার বিবরণ পাওয়া যায়-

***"বিদ্বান্ দীনারলক্ষেণ প্রত্যহং কৃতবেতনঃ।***

***ভট্টোঽভূদ্ভটস্তস্য ভূমিভর্তুঃ সভাপতিঃ"।।***

কাশ্মীরের রাজা জয়দিত্যের শাসনকাল 779-813 খ্রিস্টাব্দ।অতএব অষ্টম শতাব্দীর অন্তিম তথা নবম শতাব্দীর প্রথমভাগকে উদ্ভটের কাল হিসাবে ধরা হয়ে থাকে।

উদ্ভটের অলংকারসারসংগ্রহ গ্রন্থে 41 টি অলংকারের আলোচনা রয়েছে। আলোচনায় ইনি সাধারণত ভামহকে অনুসরণ করেছেন, যদিও স্থানবিশেষে তার স্বকীয়তা প্রশংসনীয়। কাব্যরচনায় রসের স্থান সম্বন্ধেও তার ধারনা অনেক অগ্রগামী ।অলংকারপ্রস্থানের প্রবক্তারূপে পরিচিত উদ্ভট সম্পর্কে রুয্যক তার অলংকারসর্বস্বে বলেছেন-"***ইহ তাবত্ ভামহোদ্ভটপ্রভৃতয়শ্চিরন্তনালংকারাঃ প্রতীয়মানমর্থং বাচ্যোপস্কারকতয়ালংকাপক্ষনিক্ষিপ্তং মন্যন্তে"।***উদ্ভট সহ প্রাচীন আলংকারিকরা যে কাব্যে অলংকারেরই প্রাধান্য স্বীকার করেছেন, রুয্যক তা উল্লেখ করেছেন-"***তদৈবমলংকারা এব কাব্যে প্রধানমিতি প্রাচ্যানাং মতম্"।***

উদ্ভট দন্ডীর পরবর্তী আলংকারিক হলেও তিনি গুণকে প্রাধান্য দেননি। যদিও এ বিষয়ে তার প্রত্যক্ষ অভিমত পাওয়া যায়নি। তবে অন্যান্য অলংকারগ্রন্থে তার অভিমত বলে যে সমস্ত উক্তি পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় -তিনি গুণ ও অলংকারের মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার করেননি।রুয্যক বলেছেন-***"উদ্ভটাদিভিস্তু গুণালংকারাণাং প্রায়শঃ সাম্যমেব সূচিতম্"।***

বস্তুত উদ্ভট ভামহের মত মনে করেন যে , কাব্যের শোভা সম্পাদক অলংকারই কাব্যতত্ত্বে প্রধান বস্তু এবং গুণ, রীতি প্রভৃতি অলংকারেরই পরিপোষণ বিধান করে। ইনি ধ্বনিসম্বন্ধীয় মতবাদের সঙ্গে

COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

পরিচিত ছিলেন না ।তবে তিনি ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।উদ্ভটের নামে প্রচলিত একটি শ্লোক ,তাকে রসপ্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত করে। সেটি হল-

***"রসাদ্যধিষ্ঠিতং কাব্যং জীবদ্রূপতয়া যতঃ।***

***কথ্যতে তদ্ রসাদীনাং কাব্যাত্মত্বং ব্যবস্থিতম্"।।***

# বামন

কালানুক্রমিক অনুসারে বামনাচার্য উদ্ভটের পরবর্তী। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত বামন রীতিবাদেরই শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা।তাঁর গ্রন্থের নাম কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি। দন্ডী রীতিকে স্বীকার করলেও বামনই রীতিপ্রস্থানের প্রধান আচার্য এবং ইনিই প্রথম আলংকারিক,যিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন -কাব্যবিচারে কাব্যাত্মার অনুসন্ধানই প্রধান কর্তব্য। তার মতে রীতি হলো কাব্যের আত্মা-***"রীতিরাত্মা কাব্যস্য"।***এ প্রসঙ্গে বৃত্তিতে বলেছেন-"***রীতির্নামেয়মাত্মা কাব্যস্য।শরীরস্যেবো বাক্যশেষঃ"।*** অর্থাৎ রীতি হচ্ছে কাব্যের আত্মা। শরীরের যেমন আত্মা থাকে, তেমনি কাব্যশরীরের আত্মা হলো রীতি। অতএব অলংকার যে কাব্যের স্বরূপ-সাধন করে না, রীতিই কাব্যের স্বরূপ ঘটক- একথা বলে তিনি কাব্যতত্ত্বের বিচারে পূর্বাচার্য্যগণ অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

বামনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সৌন্দর্য অর্থে অলংকার শব্দের প্রয়োগ-"***সৌন্দর্য্যমলংকারঃ***"। এখানে অলংকার শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষণীয়। কাব্যতত্ত্ব যে আসলে বৃহত্তর সৌন্দর্যতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত- একথা তিনি প্রথম স্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয়,অলংকার শব্দের সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থের স্পষ্ট ব্যুৎপত্তিও নির্দেশ করেছেন। তার মতে এই অলংকার ,গুণ, রীতি সবেরই লক্ষ্য কাব্যের উপাদেয়ত্বসাধক সৌন্দর্যের সাধন করা। পারিভাষিক অলংকারসমূহ যে এই সৌন্দর্যের করণমাত্র এবং এই সৌন্দর্যবিধান করতে হলে কাব্যের বাধক দোষসমূহের ত্যাগ এবং সাধক গুণ ও অলংকারসমূহকে গ্রহণ করতে হবে- কাব্যতত্ত্বের এই গভীর সত্যের প্রতি তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন-***"স দোষ-গুণালংকারহানাদানাভ্যাম্"***

আচার্য্য বামন সর্বপ্রথম কাব্যের আত্মার সন্ধান দিয়েছেন। সে কারণে বামনের সিদ্ধান্ত যুক্তিসংগতভাবেই গ্রহণীয় হয়েছে। তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কাব্যাত্মার সন্ধান করতে না পারলে পূর্বাচার্যগণের

মত অলংকার ও গুণ প্রভৃতির বিচার নিরর্থক হবে।গুণালংকার ব্যতিরিক্ত কাব্যাত্মা যে আছে- এই সত্য আবিষ্কার করাতেই বামনের কৃতিত্ব।টীকাকারদের মতে বামনের সিদ্ধান্তানুযায়ী শব্দ ও অর্থ হচ্ছে কাব্যের শরীর এবং রীতি হচ্ছে কাব্যের আত্মা।বামনের মতে রীতি হল বিশেষত্বযুক্ত পদসন্নিবেশ- "***বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ***"।আবার বিশেষত্বের আত্মা হচ্ছে গুণ-"***বিশেষো গুণাত্মা***"।অতএব গুণরুপ আত্মা সমন্বিত বিশেষ ধরনের পদরচনা হচ্ছে রীতি। এই বিশেষ গুণই হচ্ছে-"***কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মাঃ***" এবং অলংকারসমূহ হচ্ছে-"***তদতিশয়হেতবঃ***"। এখানে অলংকারশব্দ সংকীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।ইনি তিন প্রকার রীতি স্বীকার করেছেন-"***সা ত্রেধা -বৈদর্ভী গৌড়ীয়া পাঞ্চালী চেতি"।*** এগুলির মধ্যে আবার প্রথমটি অর্থাৎ বৈদর্ভীরীতি উপাদেয়। কারণ এতে সকল গুণের সমাবেশ আছে-"***তাসাং পূর্বা গ্রাহ্যা গুণসাকল্যাত্"।***

আচার্য বামনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের উপর আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। তবে শোভাসৌন্দর্য যে কাব্যের নিদান- এটা বামন বুঝেছিলেন। কিন্তু এই শোভা ও সৌন্দর্যকে একান্তভাবে শব্দগত ও অর্থগত মনে করে, কাব্যকে বহিরঙ্গভাবে আলোচনা করতে গিয়ে, কাব্যসৌন্দর্যের যথার্থ স্থান কোথায়-তা নির্ণয় করতে না পেরে শব্দার্থের মোহজালে নিপাতিত হয়েছেন।

## রুদ্রট

বামনের পরবর্তী আলংকারিক আচার্য রুদ্রট। রুদ্রটের গ্রন্থের নাম কাব্যালংকার। তিনি এই গ্রন্থে অলংকারসমূহকে চারটি নির্দিষ্ট ধর্মানুযায়ী বিভক্ত করেছেন-

***"অর্থস্যালংকারা কস্তবমৌপম্যমতিশয়ঃ শ্লেষঃ।***

***এষামেব বিশেষা অন্যে তু ভবন্তি নিঃশেষা"।।***

অর্থাৎ সমস্ত অলংকারই বাস্তব,ঔপম্য ,অতিশয় এবং শ্লেষ- এই চারটি শ্রেণীর যে কোনটির অন্তর্ভুক্ত ।কাব্যে রসের স্থান সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে কাব্যকে রসময় হতে হবে, নচেৎ নীরস শাস্ত্রের মত উদ্বেগজনক হবে-

***"তস্মাত্তং কর্তব্যং যত্নেন মহীয়সা রসৈর্যুক্তম্।***

***উদ্বেজনমেতেষাং শাস্ত্রবদেবান্যথা হি স্যাত্"।।***

তাই তিনি কয়েকটি অধ্যায়ে রসের আলোচনা শেষ করে উপসংহার শ্লোকে বলেছেন–

***"এতে রসা রসবতো রময়ন্তি পুংসঃ।***

***সম্যগ্ বিভজ্য রচিতাশ্চতুরেণ চারু।।***

***যস্মাদিমাননধিগম্য ন সর্বরম্যং।***

***কাব্যং বিধাতুমলমত্র তদাদ্রিয়তে"।।***

রুদ্রট গুণ ও রীতিকে তেমন প্রাধান্য দেননি। কারণ তিনি এদের উল্লেখ করেছেন ,কিন্তু আলোচনা করেননি। বস্তুত রুদ্রটের গ্রন্থের আলোচনার ধারা হতেই নিঃসংশয়ে বলা যায়, ইনি অলংকারপ্রস্থানের প্রবক্তা।গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থের নামকরণ করে, তিনি যে শ্লোক রচনা করেছেন, সেই শ্লোকের টীকায় নমিসাধু বলেছেন–"***কাব্যালংকারা বক্রোক্তিবাস্তবাদয়োঽস্য গ্রন্থস্য প্রাধান্যতোঽভিধেয়াঃ"***।অর্থাৎ রুদ্রটও ভামহের ন্যায় "***ননু শব্দার্থৌ কাব্যম্"*** বলে শব্দ ও অর্থালংকারের বিচারেই প্রধানত মনোযোগ দিয়েছেন এবং কাব্যাত্মার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেননি।।

Ref.

(১)ধ্বন্যালোক।

(২)প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ভূমিকা।

(৩)কাব্যশাস্ত্রীয় পারিভাষিক শব্দৌ কি নিরুক্তি।